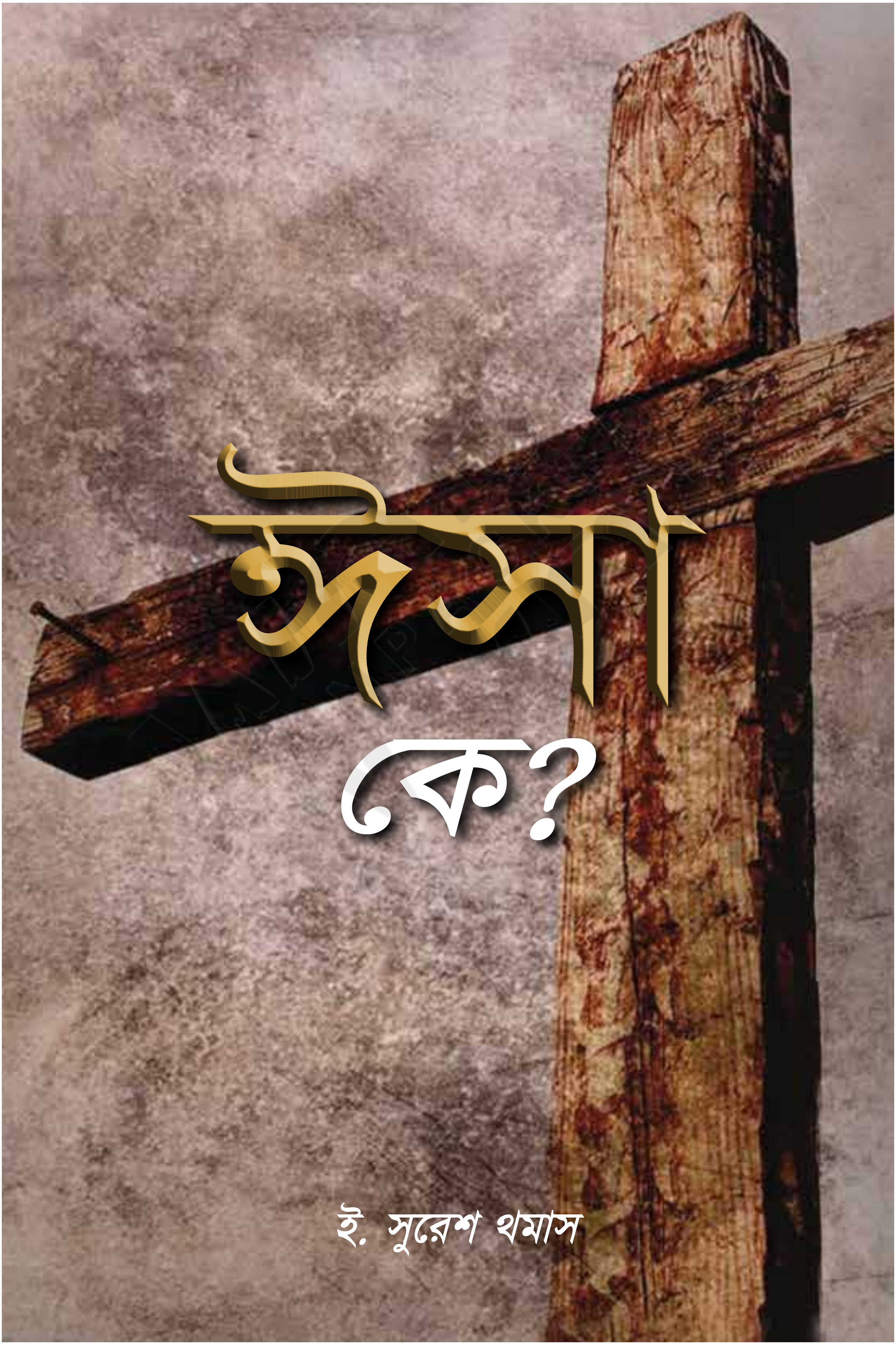

# ঈসা কে?

ই. সুরেশ থমাস

WORD UNPACKED

YouTube : WORD UNPACKED

Instagram : WORD UNPACKED

LIKE SHARE SUBSCRIBE

www.whoisjesus.faith

# ঈসা কে?

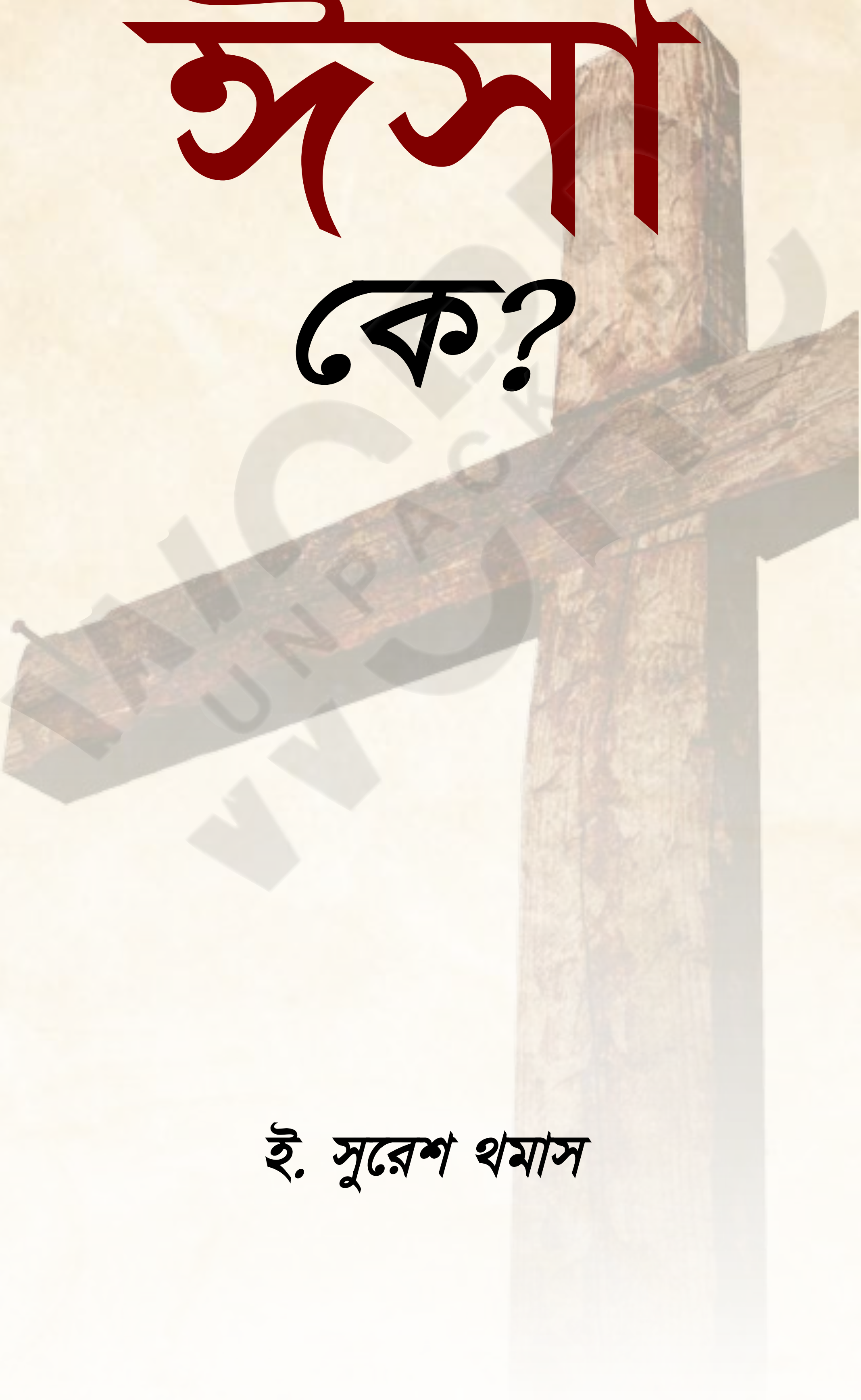

ই. সুরেশ থমাস

# সূচীপত্র

ভুমিকাঃ ঈসা কে?........................................................................................১

প্রথম অধ্যায়ঃ তাঁর জন্ম ও প্রাক-অস্তিত্ব........................................................................৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাঁর নিষ্পাপ জীবন.............................................................................২৫

তৃতীয় অধ্যায়ঃ তাঁর শিক্ষা.........................................................................................৩৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ তাঁর অলৌকিক কাজ.............................................................................৫৩

পঞ্চম অধ্যায়ঃ তাঁর মৃত্যু...........................................................................................৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তাঁর পুনরুত্থান........................................................................................৯৫

সপ্তম অধ্যায়ঃ তাঁর দ্বিতীয় আগমন.............................................................................১০৯

উপসংহারঃ আমার প্রতিক্রিয়া...................................................................................১২৭

WORD UNPACKED

## ভুমিকা

# ঈসা কে?

ইঞ্জিল একটি ঐতিহাসিক পুস্তক যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি থেকে যুগের শেষ ঘটনাগুলি পর্যন্ত নথিভুক্ত করে রেখেছে।

পয়দায়েশ, ইঞ্জিলের প্রথম বই, এই কথাগুলি দিয়ে শুরু করে, 'সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন''। আল্লাহ্ অনন্তকালীন, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন (সর্ব-শক্তিমান), সর্ব–বিরাজমান (সব সময় সব স্থানে উপস্থিত), সর্ব-জ্ঞানী (সমস্ত কিছুই তিনি জানেন)। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর মুখের বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

এর পর আমরা আরও পড়ি যে আল্লাহ্ কীভাবে সমস্ত কিছু, যা আমরা আমাদের চারিপাশে দেখতে, সেইগুলি সৃষ্টি করেছেন। তিনি উদ্ভিদসমুহ, মাছ, গবাদি পশু, জঙ্গলের পশু, আকাশের পাখি এবং পৃথিবীতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। পয়দায়েশ আমাদের এই সকল সৃষ্টির বিবরণ দেয়। আল্লাহ্ একজন প্রধান সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানুষের সৃষ্টির আগেই, মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সব শেষে তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতে পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করলেন এবং তাদের আদন নামক একটি উদ্যানে রাখলেন। তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন ও তাদের ফলপ্রসূ হতে ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হুকুম দিলেন। তিনি তাদের তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব করতে এবং উদ্যানে কৃষিকর্ম ও দেখাশুনা করার হুকুম দিলেন।

তাদের বাগানের যেকোনো গাছের ফল খাওয়ার জন্য স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু "নেকী-বদী-জ্ঞানের যে বৃক্ষ", তাঁর ফল খাওয়া বারণ ছিল। এই গাছের ফল খাওয়ার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে, যেই দিন তারা ওই গাছের ফল

খাবে, সেইদিন তারা মারা যাবে। ইবলিশ, যে একজন পতিত ফেরেশতা, সে সর্পের রূপে দেখা দিয়েছিল, তার দ্বারা হাওয়া প্রলোভিত হয়েছিল। হাওয়া ফলটি খেয়েছিল এবং তার স্বামী, আদমের সাথেও ভাগ করে নিয়েছিল।

এই অবাধ্যতার পরিণামে, ইঞ্জিল যাকে "গুনাহ" বলে, মৃত্যু প্রবেশ করলো। আল্লাহ্‌র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার রূপে ও শারীরিক মৃত্যুর রূপে, মৃত্যু সমস্ত মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ইবলিশ, আল্লাহ্‌র শত্রু, সাময়িকভাবে আল্লাহ্‌র সুন্দর সৃষ্টিটিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায় সফল হয়েছিল। গুনাহ এইসব ভয়ানক পরিণামগুলি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌ একজন উদ্ধারকর্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

পয়দায়েশ ৩:১৫ আয়াতে তিনি সর্পকে বললেন, "আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।" একজন মসীহ (অভিষিক্ত ব্যক্তি) এক স্ত্রীয়ের গর্ভে জন্মাবেন এবং একদিন তিনি সেই সর্পের মস্তক চূর্ণ করবেন। আরেক কথায়, তিনি ইবলিশকে ও তার সাথে সেই সব কিছু যা সে মানুষের পতনের দ্বারা লাভ করেছিল, তা ধ্বংস করবেন।

ইঞ্জিল বলে, "আল্লাহ্‌ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (ইউহোন্না ৩:১৬)। ইঞ্জিল আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে এই আল্লাহ্‌ নিজেকে তিনটি ব্যক্তিত্বে প্রকাশ করেনঃ আল্লাহ্‌ পিতা, আল্লাহ্‌ পুত্র এবং আল্লাহ্‌ পাক রূহ। ঈসা, আল্লাহ্‌র পুত্র, ২০০০ বছর আগে ইসরায়েল দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনেক মানুষেরা ঈসার অনন্যতা পরীক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা করেছেন ও তাঁর জীবনের উপর অসংখ্য পুস্তক লেখা হয়েছে। ঈসার বিষয় ইঞ্জিল অনেক কিছু দাবী করে এবং তাঁর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় অনেক প্রমাণ প্রকাশ করে। আমরা এই বিষয়গুলি অগ্রাহ্য করতে পারবো না বা হাল্কা ভাবে নিতে পারবো না। ঈসা মসীহ কে এবং তিনি কি করেন, সেই বিষয় সঠিক উপলব্ধি আমাদের গন্তব্যস্থান বদলে দিতে পারে। এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগতভাবে পাক কিতাব অন্বেষণ করার দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য আপনাকে সাহায্য করা।

আমাদের নিজেদেরকেই সত্য আবিষ্কার করতে হবে এবং সেই সত্য আমাদের স্বাধীন করবে।

*প্রথম অধ্যায়*

# তাঁর জন্ম ও প্রাক-অস্তিত্ব

সহস্র কোটি মানুষেরা এই পৃথিবীতে বাস করে ও মারা যায়। কোন বিষয়টি একটি মানুষের জন্মকে অনন্য করে তোলে? একজন ব্যক্তি কি তার জন্মের সময়, স্থান ও পরিবার নির্ধারণ করতে পারে? এই অধ্যায়ে আমরা ঈসা মসীহের জন্ম ও উৎস নিরীক্ষণ করে দেখব, যাতে আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের সকলের থেকে কীভাবে আলাদা, যেমন ইঞ্জিল দাবী করে।

***অন্তর্দৃষ্টিঃ*** *ইশাইয়া কিতাবটি প্রাচীন ইহুদী কিতাবের একটি অংশ এবং এটি ঈসার জন্মের ৭০০ বছর পূর্বে লেখা হয়েছে। এই কিতাবে ইশাইয়া নবী সেই আগাম মসীহের জন্ম, জীবন, মৃত্যু, কবর এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।*

**আবিষ্কার করুনঃ**

ইশাইয়া ৭:১৪ এবং ৯:৬-৭ আয়াতগুলি পাঠ করুন।

- **ছেলে** ও **পুত্র** শব্দগুলি সহকারে **আগাম মসীহের** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন। ✝ ইঞ্জিলের অংশগুলিকে ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করার দ্বারা আমরা ধীরে অগ্রসর হবো, এবং মূল শব্দগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবো।

## ইশাইয়া ৭:১৪

১৪ কাজেই দীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।

## ইশাইয়া ৯:৬-৭

৬ *এই সমস্ত হবে, কারণ একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে, আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ্, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ্।*

৭ *তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শান্তির শেষ হবে না। তিনি দাউদের সিংহাসন ও তাঁর রাজ্যের উপরে রাজত্ব করবেন; তিনি সেই সময় থেকে চিরকালের জন্য ন্যায়বিচার ও সততা দিয়ে তা স্থাপন করবেন ও স্থির করবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই গভীর আগ্রহে এই সমস্ত করবেন।*

আরেকবার ইশাইয়া ৯:৬-৭ আয়াতগুলি পাঠ করুন এবং এই বার ...

- **শাসন করবার ভার, সিংহাসন, রাজ্য** শব্দগুলি ও এদের সর্বনামগুলি একটি মুকুটের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ
- সময়ের প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি, যেমন **চিরস্থায়ী, শেষ হবে না,** এবং **এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত** শব্দগুলি অথবা বাক্যাংশগুলি গোল চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন।

## নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- যে সন্তান কুমারীর গর্ভে জন্মাবে তাঁকে কী নাম বা উপাধি দেওয়া হয়েছে?

- ইশাইয়া ৯ রুকুতে ঈসার শাসন করবার ভার ও রাজত্বের চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য কোন শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে?

- এটি কীভাবে সম্পন্ন হবে? (ইশাইয়া ৯:৭ পাঠ করুন)

## আবিষ্কার করুনঃ

ঈসার পুর্বপুরুষ বাদশাহ্ দায়ুদকে আল্লাহ্ওয়াদা করেছিলেন যে তার রাজত্ব এক চিরস্থায়ী রাজত্ব হবে এবং তা কখনই শেষ হবে না। (২ শামূয়েল ৭:১২-১৭)।

ইশাইয়া কিতাবে যা পরলাম, সেই অনুযায়ী কুমারীর গর্ভে মসীহ জন্মাবেন, যিনি দায়ুদের রাজত্বের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

এখন আমরা এই ওয়াদার পরিপূর্নতা সম্পর্কে পাঠ করতে চলেছি। মরিয়ম নামক এক কুমারীর গর্ভে ঈসা জন্মেছিলেন। লুক, নতুন নিয়মে চারটি সুসংবাদ লেখকদের মধ্যে একজন, তাঁর জন্মের ঘটনাটি নথিভুক্ত করে রাখেন।

লুক ১:২৬-৩৫ এবং ২:১-১১ পাঠ করুন।

- **ছেলে, পবিত্র সন্তান, ইবনুল্লাহ, মসীহ প্রভু** সহকারে **ঈসার** প্রত্যেকটি উল্লেখ একটি ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ ✝

## লুক ১:২৬-৩৫

২৬-২৭ এলিজাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন আল্লাহ্ গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি অবিবাহিতা সতী মেয়ের কাছে জিবরাইল ফেরেশতাকে পাঠালেন। বাদশাহ্ দাউদের বংশের ইউসুফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল।

২৮ ফেরেশতা মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, “মাবুদ তোমার সংগে আছেন এবং তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন।”

২৯ এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম সালামের মানে কি।

৩০ ফেরেশতা তাঁকে বললেন, “মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্ তোমাকে খুব রহমত করেছেন।

৩১ শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে।

৩২ তিনি মহান হবেন। তাঁকে আল্লাহ্‌তা'লার পুত্র বলা হবে। মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ্ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন।

৩৩ তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।"

৩৪ তখন মরিয়ম ফেরেশতাকে বললেন, "এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।"

৩৫ ফেরেশতা বললেন, "পাক-রূহ্ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ইব্‌নুল্লাহ্ বলা হবে।

## লুক ২:১-১১

১ সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাস সিজার তাঁর রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার হুকুম দিলেন।

২ সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথমবার আদমশুমারীর জন্য নাম লেখানো হয়।

৩ নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল।

৪-৬ ইউসুফ ছিলেন বাদশাহ্ দাউদের বংশের লোক। বাদশাহ্ দাউদের জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে। তাই ইউসুফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তাঁর সংগে সেখানে গেলেন। এঁরই সংগে ইউসুফের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথেলহেমে থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময় এসে গেল।

৭ সেখানে তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম হল, আর তিনি ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ হোটেলে তাঁদের জন্য কোন জায়গা ছিল না।

৮ বেথেলহেমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল।

৯ এমন সময় মাবুদের একজন ফেরেশতা হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন মাবুদের মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল।

১০ ফেরেশতা তাদের বললেন, "ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য।

১১ আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই প্রভু।

লুক ১:২৬-৩৫ এবং ২:১-১১ আয়াতগুলি আরেকবার পাঠ করুন এবং এই বার......

- **সিংহাসন, রাজত্ব** শব্দগুলি একটি মুকুটের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ
- সময়ের প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি, যেমন **চিরকাল**, এবং **শেষ হবে না** বাক্যাংশগুলি গোল চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন।

## নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- ঈসা শব্দগুলি চিহ্নিত করা ও লক্ষ্য করার দ্বারা আপনি কি শিখলেন?

- তাঁর রাজ্যের প্রশস্ততা সম্পর্কে আপনি কি শিখলেন? সময়ের উল্লেখটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন।

- লুক ১:৩৪ আয়াত অনুযায়ী, মরিয়ম কি বিষয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন? ফেরেশতা কীভাবে তার চিন্তার উত্তর দিলেন?

- আমাদের তুলনায় ঈসা কীভাবে অনন্য?

- ইশাইয়া ৭:১৪ এবং ৯:৬-৭ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্নতাটি লিখে রাখুন, যা আপনি আগের অংশে পাঠ করেছিলেন। কোন বিষয়টি পূর্নতা লাভ করেছে এবং কোন বিষয়টি এখনও বাকি আছে?

এই মসীহের বিষয়ে কিতাব কি বলে তা দেখতে আরও পাঠ করা যাক।

## আবিষ্কার করুনঃ

ইউহোন্না ১:১-৩, ১৪-১৭ এবং কলসীয় ১:১৩-১৭ আয়াতগুলি পাঠ করুন এবং...

- **কালাম**, **পুত্র**, এবং **একমাত্র** শব্দগুলি সহকারে ঈসার প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ ✝
- সময়ের প্রত্যেকটি উল্লেখ, যেমন **প্রথমেই**, **পরে**, **প্রধান** এবং **আগে** শব্দগুলি একটি গোল চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন।

## ইউহোন্না ১:১-৩, ১৪-১৭

১ প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন।

২ আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন।

৩ সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি।

১৪ সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ।

১৫ ইয়াহিয়া তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, “উনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।”

১৬ আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে রহমতের উপরে আরও রহমত পেয়েছি।

১৭ মূসার মধ্য দিয়ে শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে রহমত ও সত্য এসেছে।

## কলসীয় ১:১৩-১৭

১৩ কারণ তিনি অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে এনেছেন।

১৪ এই পুত্রের সংগে যুক্ত হয়ে আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ আমরা গুনাহের মাফ পেয়েছি।

১৫ এই পুত্রই হলেন অদৃশ্য আল্লাহ্‌র হুবহু প্রকাশ। সমস্ত সৃষ্টির আগে তিনিই ছিলেন এবং সমস্ত সৃষ্টির উপরে তিনিই প্রধান,

১৬ কারণ আসমান ও জমীনে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। আসমানে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৭ তিনিই সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে।

## নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- ঈসার উল্লেখগুলি চিহ্নিত করার দ্বারা আপনি কি শিখলেন?

- ইউহোন্না ১:৩ অনুযায়ী, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা কে?

- আমরা ইউহোন্না ১:১৪ আয়াতে পাঠ করি যে কালাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহন করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। এটি কাকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে?

- কে অদৃশ্য আল্লাহ্‌র হুবহু প্রকাশ?

- কীভাবে এবং কেন বেহেশতে ও পৃথিবীতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে?

- কলসীয় ১:১৭ আয়াত অনুযায়ী, কে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছেন?

*অন্তর্দৃষ্টিঃ "প্রধান" ও "প্রথম সৃষ্টি" কথাগুলি সমান নয়। ঈসার যেমন একটি মানুষিক স্বভাব ছিল, তাঁর বেহেশতী চরিত্র কখনই সৃষ্টি হয়নি; যেমন ইউহোন্না বলেছেন যে উনি "প্রথমেই ছিলেন", "আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন", এবং "আল্লাহ্‌ ছিলেন"।*

এর পরের ঘটনাতে, ঈসা ইহুদীদের সাথে কথা বলছেন। ইব্রাহিম, যিনি ইহুদীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, ঈসার জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে জীবন যাপন করেছিলেন ও মারা গিয়েছিলেন।

## আবিষ্কার করুনঃ

ইউহোন্না ৮:৫৪-৫৯ পাঠ করুন ও চিহ্নিত করুন...

- **ইব্রাহিমের** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি বড় **'ই'** দিয়ে চিহ্নিত করুন।
- সর্বনাম সহকারে **ঈসার** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুনঃ ✝

## ইউহোন্না ৮:৫৪-৫৯

**৫৪** জবাবে ঈসা বললেন, "যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা, যাঁকে আপনারা আপনাদের আল্লাহ্ বলে দাবি করেন তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন।

৫৫ আপনারা কখনও তাঁকে জানেন নি, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি বলি আমি তাঁকে জানি না তবে আপনাদেরই মত আমি মিথ্যাবাদী হব। কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং তাঁর কথার বাধ্য হয়ে চলি।

৫৬ আপনাদের পিতা ইব্রাহিম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।"

৫৭ ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয় নি, আর তুমি কি ইব্রাহিমকে দেখেছ?"

৫৮ ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যি বলছি, ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি।"

৫৯ এই কথা শুনে সেই নেতারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু ঈসা নিজেকে গোপন করে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বের হয়ে গেলেন।

***অন্তর্দৃষ্টিঃ*** *"আমি আছি" নামটি আল্লাহ্ নিজের জন্য তখন ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি মূসার সামনে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, যখন মূসা জ্বলন্ত ঝোপে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মূসা, যিনি ঈসা মসীহের প্রায় ১৪০০ বছর আগে বাস করতেন, আল্লাহ্ইসরায়েল জাতিকে মিশরের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাঁকে ব্যবহার করেছিলেন। নিজেকে "আমি আছি" বলে প্রকাশ করে ঈসা নিজেকে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যিনি মূসার সামনে জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন।*

**নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।**

- এই আয়াতগুলিতে ঈসা কি দাবী করছেন? নিজের বিষয় তিনি কি প্রকাশ করছেন?

- ঈসার এই দাবীটিকে ইহুদীরা কীভাবে প্রতিবাদ করেছিল?

- ঈসা তাদের প্রতিবাদের কীভাবে উত্তর দিয়েছিলেন?

- ৫৯ আয়াত অনুযায়ী, কেন আপনি মনে করেন যে ইহুদীরা “তাঁর উপর ছুড়ে মারবার জন্য পাথর তুলে নিল”?

## আবিষ্কার করুনঃ

ইবরানী ১:১-৩, ১০-১২ পাঠ করুন এবং

- **পুত্র** এবং **প্রভু** শব্দটি সহকারে **ঈসার** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুনঃ †
- সর্বনাম সহকারে **আল্লাহ্** পিতার প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ত্রিভুজ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন। △

## ইবরানী ১:১-৩, ১০-১২

১ অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেক বার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন।

২ কিন্তু এই দিনগুলোর শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন।

৩ আল্লাহ্‌র সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহ্‌র পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। মানুষের গুনাহ্ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে আল্লাহ্‌তা'লার ডান পাশে বসলেন।

১০ আল্লাহ্ আরও বলেছেন, "প্রভু, তুমি অনেক কাল আগেই দুনিয়ার ভিত্তি গেঁথেছিলে; আসমানও তোমার হাতে গড়া।

১১ সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু তুমি চিরকাল থাকবে। কাপড়ের মতই সেগুলো পুরানো হয়ে যাবে।

১২ সেগুলোকে তুমি কাপড়ের মতই গুটিয়ে রাখবে, আর কাপড়ের মত সেগুলোকে বদল করা হবে। কিন্তু তুমি একই রকম থাকবে, আর তোমার জীবনকাল কখনও শেষ হবে না।"

**নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।**

- অতীতে আল্লাহ্‌পূর্বপুরুষদের সাথে কীভাবে কথা বলতেন? এখন তিনি আমাদের সাথে কীভাবে কথা বলেন?

- এই আয়াতগুলি থেকে ঈসার বিষয় আপনি আর কি কি শিখলেন?

- আল্লাহ্‌যখন এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন তখন ঈসা কোথায় ছিলেন?

- কে এখন সমস্ত বিষয় ও বস্তুকে ধরে রেখেছেন এবং কীভাবে?

- ঈসা এখন কোথায় আছেন?

- কে দুনিয়ার ভিত্তিমূল গেঁথেছিল ও কার হাত দ্বারা আসমান গড়া হয়েছে?

- দুনিয়া ও বেহেশত নিয়ে আল্লাহ্‌ কি করবেন?

**অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টিঃ** *একজন "উত্তরাধিকারী" সাধারণত এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি অথবা পদের আইনসঙ্গত মালিক হন। এখানে, আল্লাহ্, ঈসাকে সব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন কারণ আল্লাহ্সবকিছু তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্কখনও মারা যান না যে তিনি তাঁর সম্পত্তি তাঁর পুত্রের জন্য রেখে যাবেন। এই আয়াতগুলি এটাও শিক্ষা দেয় যে ঈসা সবকিছু তাঁর পরাক্রমশালী কালাম দ্বারা ধরে রেখেছেন এবং গুনাহ মাফ করে পিতার ডান দিকে অবস্থিতি করছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ঈসার ব্যক্তিত্ব ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে পাঠ করবো।*

## আবিষ্কার করুনঃ

ইউহোন্না ১৭:১-৫ পাঠ করুন এবং চিহ্নিত করুন...

- **পুত্র** শব্দটি সহকারে **ঈসার** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুনঃ ✝
- সর্বনাম সহকারে **আল্লাহ্** পিতার প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ত্রিভুজ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন। △

## ইউহোন্না ১৭:১-৫

১ এই সব কথা বলবার পরে ঈসা আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, সময় এসেছে। তোমার পুত্রের মহিমা প্রকাশ কর যেন পুত্রও তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারেন।

২ তুমি তাঁকে সমস্ত মানুষের উপরে অধিকার দিয়েছ, যেন যাদের তুমি তাঁর হাতে দিয়েছ তাদের সবাইকে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন।

৩ তোমাকে, অর্থাৎ একমাত্র সত্য আল্লাহ্কে আর তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই ঈসা মসীহ্কে জানতে পারাই অনন্ত জীবন।

৪ তুমি যে কাজ আমাকে করতে দিয়েছ তা শেষ করে এই দুনিয়াতে আমি তোমার মহিমা প্রকাশ করেছি।

৫ পিতা, দুনিয়া সৃষ্ট হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।

**নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।**

- এই আয়াতগুলি থেকে ঈসার সম্পর্কে কি শিখলেন?

- আল্লাহ্‌পিতার সম্পর্কে আপনি কি শিখলেন?

- দুই আয়াতে, ঈসা কি বলেছেন যে তাঁর কাছে ছিল, কে তাঁকে তা দিয়েছেন এবং সেটা নিয়ে তিনি কি করবেন?

- তিন আয়াতে ঈসা কোন বিষয়টিকে "অনন্ত জীবন" বলেছেন?

- পাঁচ আয়াতে ঈসা নিজের বিষয় কি দাবী করেছেন? ঈসার সম্পর্কে আগে যা কিছু শিখেছিলাম, তার সাথে কি এটির কোন সাদৃশ্য পাচ্ছেন?

## একটি সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে ঈসা আল্লাহ্র পুত্র, যাকে "ইম্মানুয়েল" (আমাদের সহিত আল্লাহ্) বলা হয়ে থাকে। আমরা দেখলাম যে তাঁর কাধের উপর ভবিষ্যতের কর্তৃত্বভার থাকবে। তাঁর নাম "আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ্, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ্।"। ঈসার রাজত্বের ও শান্তি বৃদ্ধির কোন শেষ নেই। তাঁর রাজত্ব ন্যায্য ও ধার্মিক হবে। তিনি চিরকাল এই দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করবেন। আমরা এটাও দেখলাম যে আদিতে যে কালাম মাংসে মূর্তিমান হয়েছিল, তা আল্লাহ্র কাছে ছিল এবং সব কিছু তাঁর মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে। "সব কিছু" বলতে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে বুঝায়। তিনি গৌরবময় এবং মেহেরবানী ও সত্যে পরিপূর্ণ।

ঈসা হলেন অদৃশ্য আল্লাহ্র প্রতিমূর্তি এবং আল্লাহ্র সব সৃষ্টির উপর সর্বশ্রেষ্ঠ। বেহেশতে ও দুনিয়ায়, দৃশ্য অথবা অদৃশ্য, সব কিছুই ঈসার মাধ্যমে ও ঈসার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। সব কিছুর পূর্বে তিনি ছিলেন এবং তাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু একসঙ্গে স্থিত আছে। ঈসা বেহেশতের ও দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহস্র কোটি তারা ও গ্যালাক্সিগুলি তাঁরই হাতের রচনা ও একদিন তিনি এই সমস্ত কিছু গুটিয়ে নেবেন। এই বিষয় আমরা বিস্তারিত ভাবে শেষ অধ্যায়ে পাঠ করবো যার শিরোনাম **তাঁর দ্বিতীয় আগমন**।

WORD UNPACKED